গণশিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা সেমিনারে প্রেসিডেন্ট

নিরক্ষরতা দূর করতে চাই যৌথ উদ্যোগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সোমবার সকালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে 'গণশিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট এ আহবান জানান।

নিরক্ষরতার অভিশাপ জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রতিটি নাগরিক শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নতি করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রধান অতিথি এবং তথ্য ও বেতার এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিকমন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন ও মওলানা আবদুল মান্নান, স্বরাষ্ট্র উপ-মন্ত্রী জনাব আবদুস সালাম প্রমুখ। এর আগে স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতিমন্ডলীর চেয়ারম্যান শাহজাদা নূরুল আলম আমীরী।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে বলেন যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। তিনি বলেন, চিরকাল দেশ এ অবস্থায় থাকতে পারে না। নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আনবার জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের প্রচেষ্টা হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা। এ জন্য সকলকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

শ্রীলংকার শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় একশ ভাগ বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, শ্রীলংকার মত

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

যৌথ উদ্যোগ

(প্রথম পৃঃ পর)

একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে যদি তার নাগরিকদেরকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয় তা হলে আমরা এটা কেন করতে পারব না?

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সূচিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার আহবান জানান। তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা গ্রামে-গঞ্জে জনগণের একান্ত কাছে থেকে কাজ করেন। স্থানীয় এলাকার তাঁরা জনগণের 'স্বাভাবিক নেতা'। তিনি আরো বলেন যে তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে নিরক্ষরতার হার ক্রমশ হ্রাস হবে। ছেলেমেয়েদেরকে ভালভাবে শিক্ষা দেবার পাশাপাশি সন্ধ্যায় বয়স্ক লোকদেরকে অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষকরাও গণশিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে একথা শুনে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব সাত্তার সন্তোষ প্রকাশ করেন। গণশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমে তাঁদের অংশগ্রহণের অঙ্গীকারকে তিনি অভিনন্দিত করেন। করেন।

অশিক্ষিত লোকদের ঘৃণা না করে তাঁদের কোলে তুলে নিতে প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদেরকে উপদেশ দেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গণশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ৫০ হাজার টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। সমিতির এ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পরে আরো কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়ার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান তাঁর ভাষণে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে আহবান জানান। প্রাথমিক শিক্ষকগণকে সরকারী কর্মচারী বলে বর্ণনা করে তাঁদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে তিনি পরামর্শ দেন।

দাবী আদায়ের জন্য হরতাল কিংবা ধর্মঘটের আশ্রয় না নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে তিনি আহবান জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে অতীতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দাবী পূরণ করা হয়েছে।

নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে জনগণের স্বাভাবিক নেতা। গণশিক্ষা বিস্তারে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি বলেন, দেশের ৪২ হাজার প্রাথমিক স্কুল গণশিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হবে। তিনি বলেন যে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা শুধু সাংবিধানিক দায়িত্বই নয়, ধর্মীয় দায়িত্বও। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আগামী ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রাথমিক শিক্ষকগণকে তিনি গণশিক্ষা বিস্তারসহ স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচীতেও অংশগ্রহণ করতে আহবান জানান।

শামসুল হুদা চৌধুরী

তথ্য, বেতার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁর ভাষণে গণশিক্ষাকে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, গ্রামের প্রাইমারী স্কুলগুলি জাতীয় জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজ এলাকায় সমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত। তিনি আরো বলেন যে তাঁরা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তাহলে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সূচিত গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী সফল হবে।

কৃষকরা যেভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করেছেন সেভাবে দেশের মাটি থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানেও এগিয়ে আসতে শিক্ষকদের প্রতি তিনি আহবান জানান।

এর আগে স্বাগত ভাষণে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুর রহমান বলেন যে ভবিষ্যতে তাঁরা কোন হঠকারিতামূলক কর্মসূচী কিংবা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবেন না। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ আত্মসচেতন। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে ব্যক্তিস্বার্থে ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা এ ফাঁদে পা দেবেন না। অতীতের হঠকারী কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।